তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ১২৪১

**২৫ মার্চের গণহত্যার বিচার করতে শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় দরকার**

**-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

’৭১ এর ২৫ মার্চের গণহত্যার বিচার করতে শেখ হাসিনাকে রাষ্ট্রক্ষমতায় দরকার বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ হলে ’৭১ এর ২৫ মার্চ গণহত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

এ সময় মন্ত্রী বলেন, ’৭১ এর ২৫ মার্চের গণহত্যার বিচার যদি চাইতে হয়, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি চাইতে হয় তাহলে রাষ্ট্রক্ষমতায় স্বাধীনতাবিরোধীরা যেন ভুলেও না আসতে পারে। শেখ হাসিনা ছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দুঃসাহস অনেকেই করতো না। শেখ হাসিনা আমাদের জন্য আশীর্বাদ। শেখ হাসিনা না থাকলে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার হতো না, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হতো না, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত হতো না, মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রাণসঞ্চারী স্লোগান জয় বাংলা রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন মাধ্যমে সকলে বলতো না।

মন্ত্রী আরো বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিকে আবার পরাজিত করতে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় দরকার। তিনি ছাড়া দুঃসাহসী কান্ডারি আর দ্বিতীয় কেউ আসবে না। ২৫ মার্চের গণহত্যার বিচারে সরকার পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করছে। তিনি বলেন, ২৫ মার্চের গণহত্যার বিচারের জন্য প্রত্যেকের সচেতনতাবোধ জাগ্রত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যার পরের বাংলাদেশ, যুদ্ধাপরাধের সময়ের ঘটনা নতুন প্রজন্মকে বোঝাতে হবে।

মন্ত্রী আরো যোগ করেন, ভুলে যাওয়া যাবে না আমাদের ওপর নির্বিচারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঝাঁপিয়ে পড়ার বর্বরোচিত ঘটনার কথা। এটাও ভুলে যাওয়া যাবে না ১৯৭১ সালে দেশের একটি পক্ষ স্বাধীনতা চেয়েছে, আরেকটি পক্ষ চায়নি। পৃথিবীর কোনো দেশে পরাজিত শক্তি ফিরে দাঁড়াতে পারেনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য বাংলাদেশেই স্বাধীনতার পরাজিত শক্তিরা রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে। দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২৬ বছর স্বাধীনতার পরাজিত শক্তি রাষ্ট্র শাসন করেছে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছে তারা এ প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির সভাপতি ও সাবেক রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক ড. নিম চন্দ্র ভৌমিকের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আলী শিকদার (অব.), বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ জলিল, অধ্যাপক ফজলে আলী প্রমুখ।

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯৫৫ঘণ্টা

Handout Number : 1240

**Genocide Day observed in New Delhi**

New Delhi, 25 March :

The Bangladesh High Commission in New Delhi observed the ‘Genocide Day’ with due veneration and solemnity today. The day was observed to commemorate one of the brutal, barbaric and heinous massacres of human history carried out by the then Pakistani occupation forces on the unarmed and innocent Bangalees on the dark night of 25 March 1971 under the so-called ‘Operation Searchlight’.

On the occasion of the day, a discussion programme was organized at the Bangabandhu Hall of the High Commission. At the beginning, a moment of silence was observed to pay tribute to the memory of the Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and the martyrs who made supreme sacrificeduring the great Liberation War, including those who were mercilessly killed on the night of 25 March 1971.

The messages issued by the President and Prime Minister on the occasion of the day were read out by the Mission officials. A documentary film on the 1971 genocide was also screened.

In his remarks, High Commissioner of Bangladesh to India Md. Mustafizur Rahman highlighted the background of the Genocide Day and said that although the day is observed nationally, it has international significance and relevance. He said, ‘In addition to remembering the victims of genocide in various countries of the world, including Bangladesh, the scope and significance of this day is far-reaching, particularly in ensuring the end of genocide from the world and the justice of the perpetrators.’

After the discussion session, a special prayer was offered for the salvation of the souls of the Father of the Nation, martyrs of 25 March 1971 and others who played a historical role in all stages of movements for freedom and Liberation War of Bangladesh as well as well as for the peace, progress and prosperity of the country under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina.

Officials and employees from the Bangladesh High Commission and expatriate Bangladeshis were present at the event.

#

Shaban/Pasha/Sanjib/Mosaraf/Rezaul/2023/2005 hours

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ১২৩৯

**কলকাতায় বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে পালিত হলো গণহত্যা দিবস**

কলকাতা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশন, কলকাতায় পালিত হয়েছে গণহত্যা দিবস। বাংলাদেশ গ্যালারিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুরুতে গণহত্যা দিবস হিসেবে নির্মিত দুটো তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস সকল কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পরে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বাণী পাঠ করে শোনান যাথক্রমে কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম এবং কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) তুষিতা চাকমা। অনুষ্ঠানে গণহত্যা দিবস নিয়ে আলোচনা করেন মিনিস্টার (রাজনৈতিক) ও দূতালয় প্রধান সিকদার মোহাম্মদ আশরাফুর রহমান এবং প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন।

সমাপনী বক্তব্যে উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস বলেন, ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে গণহত্যা শুরু করেছিল, যা পরবর্তী নয় মাস চলেছিল, তা ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ৩০ লাখ শহিদের প্রাণের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা।

আন্দালিব ইলিয়াস আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১-এ বাংলাদেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের এ উদ্যোগ নিশ্চয়ই সফল হবে। একই সঙ্গে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকার কথা তুলে ধরে উপ-হাইকমিশনার বিশ্বে যে কোনো গণহত্যার বিরূদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনা করেন উপ-হাইকমিশনের দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

সবশেষে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

#

রঞ্জন/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                          নম্বর : ১২৩৮

**একাত্তরে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক বলেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের চেষ্টা করছে বাংলাদেশ। তবে বিষয়টি সহজ নয়, কারণ অনেক শক্তিশালী রাষ্ট্র ওই সময়ে পাকিস্তানকে সহায়তা দিয়েছিল। বাংলাদেশ এ বিষয়ে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

আজ রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ উপলক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যৌথভাবে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ তথ্য জানান।

সেমিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস - এর প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার প্যাট্রিক বারজার্স । অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি শাজাহান খান এমপি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক ।

মন্ত্রী বলেন, ‘পৃথিবীর ইতিহাসে এতো সংক্ষিপ্ততম সময়ের মধ্যে এতো বেশি সংখ্যক লোককে হত্যা করার নজির নেই। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জেনোসাইডের সেই নৃশংসতার নজির সৃষ্টি করেছে। হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, উৎখাত, উৎপীড়নসহ একটি জাতিকে বিপন্ন করার সকল চেষ্টাই তারা করেছে। স্বাধীনতার পর ৫২ বছর অতিক্রান্ত হলেও এই নৃশংসতার ঘটনাকে জেনোসাইড হিসেবে জাতিসংঘ আজো স্বীকৃতি দেয়নি’।

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘জাতীয়ভাবে ২৫ মার্চকে গণহত্যা দিবস স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বীকৃতি না পেলেও আমদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিশ্ববাসীর শুভবুদ্ধির উদয় হোক ।’

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের পক্ষে অনেক রাষ্ট্র সমর্থন দিয়েছিল। আর এখন সেই রাষ্ট্রগুলো পৃথিবীব্যাপী গণতন্ত্র ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জোরালোভাবে চেষ্টা করে। সেই রাষ্ট্রগুলো বর্তমান সময়ে বাংলাদেশ চাইলেও বা না চাইলেও দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কথা বলে। বিশ্বে বিবাদমান একাধিক রাষ্ট্র সে সময় গণহত্যার পক্ষে ছিল।’ তিনি বলেন, ‘আজ আমরা তাকিয়ে থাকব গণহত্যা দিবসে তারা কী বলছে।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ বক্তা এশিয়ান জাস্টিস অ্যান্ড রাইটস এর প্রেসিডেন্ট প্যাট্রিক বারজার্স বলেন, এই গণহত্যার স্বীকৃতি দিতে হবে। যারা এর পেছনে দায়ী তাদের সাজা দিতে হবে। আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সত্য উন্মোচন করে তুলে ধরতে হবে। তিনি আরো বলেন, অনেকেই এটাকে রাজনৈতিক ইস্যু বানিয়ে ফেলেছে। এতে গণহত্যা হওয়ার যে বিষয়গুলো থাকে তা পূরণ করা যায়নি। তাই স্বীকৃতি লাভে এত সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

#

মারুফ/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ১২৩৭

**২১ বছর জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা যে গণহত‍্যাকে**

**ভুলিয়ে দিয়েছিল সেটিকে বিশ্বে তুলে ধরতে হবে**

**--নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

দিনাজপুর, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ‍্যমে নিরীহ বাঙালির ওপর গণহত‍্যা চালিয়েছিল; সে এক বিভীষিকাময় হত‍্যাকাণ্ড। বাংলাকে বিরাণভূমি বানাতে অসংখ‍্য গণহত‍্যা সংঘটিত করেছিল। কিন্তু তারা পারেনি। নির্বিচারে গণহত‍্যার খবর শুনে বঙ্গবন্ধু ২৬ মার্চ বাংলাদেশকে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন। বীর বাঙালি বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে স্বাধীনতাকে ধরে রাখার জন‍্য দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ করে বিজয়ী হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণের মধ‍্য দিয়ে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় গণহত‍্যা সেটি কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক পরিণ্ডলে তুলে ধরতে পারিনি। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত‍্যার পর ২১ বছর জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়ারা যে গণহত‍্যাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল সেটিকে আবার সমগ্র বিশ্বে তুলে ধরতে হবে। মানবতার বিরুদ্ধে এত বড় অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল-পৃথিবী যেন স্বীকৃতি দেয়; জাতিসংঘ যেন স্বীকৃতি দেয়। সেজন‍্য সকলকে আরো সোচ্চার হতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা প্রশাসন আয়োজিত ‘২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস’ এর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

জেলা প্রশাসক খালেদ মোহাম্মদ জাকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ‍্যে বক্তব‍্য রাখেন পুলিশ সুপার শাহ ইফতেখার আহমেদ, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আলতাফুজ্জামান মিতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কালাম আজাদ ও সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম‍্যান এমদাদ সরকার।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রতিষ্ঠিত করেছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে নতুন প্রজন্ম সামনের দিকে পথ চলছে। আমরা বঙ্গবন্ধুর হত‍্যাকারীদের বিচার করেছি; ৭১এর অপরাধীদের বিচার করেছি। বঙ্গবন্ধুর করা স্বল্পোন্নত দেশকে মধ‍্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের গ্রাজুয়েশনের অপেক্ষায় আছি। উন্নত দেশের টার্গেট নির্ধারণ করেছি। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলার মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করেছি। বাংলাদেশের অর্থনীতি সমগ্র পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। এখন বাংলাদেশে কোন ড. ইউনুস তৈরি হবার সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা দরিদ্রতাকে জয় করেছি। যে দরিদ্রতাকে বিক্রি করে ড. ইউনুসরা নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে এসেছে। এখন বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়াকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। দারিদ্রতাকে নিয়ে নয়। বাংলাদেশ এখন সোনার বাংলা হয়েছে। সোনার বাংলা বিনির্মাণের মাধ‍্যমে গণহত‍্যার শিকার মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ ও বঙ্গবন্ধুর রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি।

#

জাহাঙ্গীর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১২৩৬

**রমজানের পবিত্রতাও নষ্ট করতে চায় বিএনপি**

**--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা**,**১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

‘বিএনপি  রমজানের পবিত্রতাও নষ্ট করতে চায়’ বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে মতবিনিময়কালে সাংবাদিকরা পবিত্র রমজান মাসে বিএনপির নানা রাজনৈতিক কর্মসূচি ঘোষণার বিষয় তুলে ধরলে মন্ত্রী বলেন, 'অতীতে আমরা কখনই পবিত্র রমজান মাসে আন্দোলনের ঘোষণা দেখি নাই। কারণ সবাই রমজানের পবিত্রতা বজায় রেখে রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে বিরত থাকে। রমজানে ইফতার পার্টি হয়, সেখানে কথাবার্তা হয় এবং অন্যান্য কর্মসূচি হয়। বিএনপির কর্মসূচি দেখে মনে হচ্ছে তারা রমজানের পবিত্রতাটাও নষ্ট করতে চায়।'

মন্ত্রী হাছান বলেন, 'বিএনপি রমজানেও মানুষকে স্বস্তি দিতে চায় না। রমজানের পবিত্রতা নষ্ট করতে চায় এবং একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার পাঁয়তারা তারা করছে, যেটি অনভিপ্রেত।'

**দেশে খাদ্যপণ্যের মজুত যথেষ্টের চেয়েও বেশি, দাম বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিক কারণ নেই**

এ সময় রমজানে দেশে পণ্যের যথেষ্ট মজুত থাকার পরেও যারা দাম বাড়াচ্ছে, তাদেরকে গণবিরোধী আখ্যা দিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'দুঃখজনক হলেও সত্য যে রমজান কিংবা কোনো উৎসব-পার্বণ আসলে আমাদের দেশের কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফা করার জন্য পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দেয়। বাংলাদেশে রমজানকে সামনে রেখে  প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমদানিনির্ভর পণ্য থেকে শুরু করে উৎপাদননির্ভর পণ্যসহ সমস্ত পণ্যের সরবরাহ যাতে ঠিক থাকে সে ব্যবস্থা করেছেন। ফলে খাদ্যপণ্যের মজুত এখন শুধু যথেষ্টই নয় বরং প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। এবং রমজানে দাম বৃদ্ধির কোনো যৌক্তিক কারণ নেই।'

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের খাদ্যনীতিতে বলা আছে, দেশে যদি ১০ লাখ টন খাদ্যপণ্য মজুত থাকে তাহলে সেটি নিরাপদ। কিন্তু বর্তমানে বিশ লাখ টনের চেয়ে বেশি খাদ্যশস্য চাল, গম এবং ভোগ্যপণ্যের যথেষ্ট মজুত রয়েছে, কোনো কোনো পণ্য রমজানের চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত মজুত রয়েছে।'

'এরপরেও দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদাররা এই রমজানের সুযোগ নিয়ে পণ্যের মূল্য বাড়ানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে' উল্লেখ করে হুঁশিয়ারি দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি যারা করবে তারা আসলে গণবিরোধী কাজে লিপ্ত হবে। এদের বিরুদ্ধে সরকার ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে এবং প্রয়োজনে শাস্তির বিধান রাখা হবে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সংস্থা ইতোমধ্যে সক্রিয় হয়েছে এটা আপনারা দেখেছেন। বাজার মনিটর করা হচ্ছে। এটি খুব সহসা উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত করা হবে। এ ব্যাপারে জনগণকেও সতর্ক থাকার জন্য আহ্বান জানাবো।'

'ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব প্রেক্ষাপটে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও আমাদের দেশে ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোর মতো কখনো পণ্যের সংকট তৈরি হয়নি' উল্লেখ করে গণমাধ্যমকেও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, 'যাতে কেউ এই ধরনের সংকট তৈরি করতে না পারে এবং অতিরিক্ত মুনাফা করতে যেন পণ্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতে না পারে, এ ক্ষেত্রে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রিপোর্টিং করাসহ গণমাধ্যমও ভূমিকা রাখতে পারে।'

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৭২৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১২৩৫

**জেদ্দায় গণহত্যা দিবস পালিত**

জেদ্দা, ২৫ মার্চ ২০২৩ :

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, জেদ্দার উদ্যোগে কনস্যুলেট প্রাঙ্গণে বাঙালি মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের ভয়াল ‘গণহত্যা দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই তরজমাসহ পবিত্র কোরআন থেকে তেলওয়াত এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একাত্তরে নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও গণহত্যায় নিহত শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। অতঃপর ২৫ মার্চ ১৯৭১ তারিখে গণহত্যার শিকার হওয়া শহিদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

অনুষ্ঠানে গণহত্যা দিবসের ওপর তৈরিকৃত বিশেষ ভিডিও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়। এরপর দিবসটি উপলক্ষ্যে জেদ্দাস্থ বাংলাদেশের বিভিন্ন কমিউনিটির সদস্যগণ বক্তব্য প্রদান করেন। দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ নাজমুল হক বক্তব্য পেশ করেন। বক্তব্যে তিনি গণহত্যা দিবসের তাৎপর্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রতিটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা বিস্তারিত তুলে ধরেন। যে সমস্ত কথিত বুদ্ধিজীবী ও লেখক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে জাতির পিতার অবদানকে খাটো করে দেখানোর চেষ্টা করেন তিনি তাদের প্রতি ঘৃণা জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অসাধারণ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর নেতৃত্বে দেশের উল্লেখযোগ্য কিছু অর্জন যেমন- পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেল প্রভৃতির কথা উল্লেখ করে বিদেশিদের মধ্যে এগুলো তুলে ধরার জন্য প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি প্রধানমন্ত্রীর অসাধারণ নেতৃত্বে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার জন্য প্রবাসীদের প্রতি অনুরোধ জানান। উল্লেখ্য, দিবসটি উপলক্ষ্যে কনস্যুলেটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে কনস্যুলেটে আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় এক মিনিটের জন্য প্রতীকী ব্লাক-আউট পালন করা হবে।

অনুষ্ঠানে কনস্যুলেটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বীর মুক্তিযোদ্ধা, জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-ছাত্র, স্থানীয় বাংলাদেশি সাংবাদিকবৃন্দ, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ জেদ্দা প্রবাসী অনেক বাংলাদেশি উপস্থিত ছিলেন।

#

মাহাদি/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১২৩৪

**সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হবে**

**-- সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা**,**১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অর্ধশতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে অদ্যাবধি একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হয়নি। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগসহ সকলের সম্মিলিত ও সমন্বিত প্রয়াসে একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন সম্ভব হবে। এ স্বীকৃতি অর্জনে কাজ করে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংগঠন। তাঁর উদ্যোগে ২০১৭ সাল থেকে জাতীয়ভাবে ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে সম্প্রীতি বাংলাদেশ আয়োজিত ‘গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি’ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বসনিয়া, রুয়ান্ডা, মিয়ানমারসহ বেশ কয়েকটি দেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও চীনসহ কয়েকটি পরাশক্তি দেশের পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান করার কারণে একাত্তরের (তখন) গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেনি। তবে আমরা আশা করছি, দ্রুতই একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলবে। তিনি বলেন, একাত্তরের গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বিষয়ে যেসব বই ও প্রকাশনা বের হয়েছে সেগুলোকে বাংলা একাডেমির মাধ্যমে ইংরেজিসহ আরো কয়েকটি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বেসরকারিভাবে সম্প্রীতি বাংলাদেশ, বঙ্গবন্ধু পরিষদসহ বিভিন্ন সংগঠন এ বিষয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সরকারিভাবে অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের নেতৃত্বে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প 'গণহত্যা-নির্যাতন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্র' দেশব্যাপী গণহত্যা বিষয়ক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে গণহত্যার প্রমাণক ও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৩৪টি জেলায় সাড়ে চার হাজার বধ্যভূমিসহ ১৭ হাজার ২৮৬টি গণহত্যা, গণকবর চিহ্নিত হয়েছে যাতে প্রতীয়মান হয় যে একাত্তরের গণহত্যার প্রকৃত সংখ্যাটি ৩০ লাখ ছাড়িয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে গণহত্যার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিতর্কের অবসান ঘটবে।

‘সম্প্রীতি বাংলাদেশ’ এর আহ্বায়ক পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন মুজিবনগর সরকারের কর্মকর্তা সাবেক সচিব মুসা সাদিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আ ব ম ফারুক,  ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক চন্দ্রনাথ পোদ্দারসহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বসনিয়া, আর্মেনিয়া, রুয়ান্ডা, মিয়ানমারসহ বেশ কয়েকটি দেশে গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক আদালতে এসব গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। বক্তারা অনুরূপভাবে একাত্তরের গণহত্যার দ্রুত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবি জানান।

#

ফয়সল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                             নম্বর : ১২৩৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

 ঢাকা**,**১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ শনিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৬ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫১৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ জন।

                                                      #

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৬১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১২৩১

**নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে হবে**

**-পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ২৫ মার্চ :

**পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২০২১ সালে বিশ্বব্যাপী ৭৮ শতাংশ স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে পানি পরিষেবা এবং ৫১ শতাংশে স্বাস্থ্যবিধি পরিষেবা বিদ্যমান ছিল। একই বছরে ৭৮০ মিলিয়ন লোকের স্যানিটেশন পরিষেবা ছিল না। এ লক্ষ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।**

**গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে হাঙ্গেরি ও ফিলিপাইন কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত** ‘Water, Sanitation and Hygiene in Healthcare Facilities: Lesson Learned and the Way Forward**’ শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।**

**মন্ত্রী দেশের সব মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো তুলে ধরেন। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র-২০২১ তুলে ধরে তিনি বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ৯৮ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পায়, ৮০ শতাংশের বেশি মানুষকে উন্নত স্যানিটেশন সুবিধা এবং প্রায় ৭৫ শতাংশ মানুষকে হাইজিন সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, স্যানিটেশন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই অসামান্য অগ্রগতি অনেক উন্নয়নশীল দেশে অনুসরণ করা হচ্ছে।**

**এছাড়া, পররাষ্ট্রমন্ত্রী** ‘Revitalizing Social Protection Policies for Creating More Accessibility to Drinking Water’ **শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। পরে মন্ত্রী মালয়েশিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী নিক নাজমি নিক আহমেদের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন।**

#

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর :১২৩২

**টরোন্টোতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপিত**

টরোন্টো (কানাডা), ২৫ মার্চ :

কানাডার, টরোন্টোতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলে আজ যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। দিবসের শুরুতেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর রাষ্ট্রপতি,, প্রধানমন্ত্রী,,পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শুনানো হয়।

দিবসটি উপলক্ষ্যে অংশ হিসেবে ২১ মার্চ টরোন্টোতে বিদেশি কূটনীতিক,,অন্টারিও সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা,, টরোন্টোতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি,,সাংবাদিক এবং ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

#

জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1228

**President's message on the occasion of**

**Great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March :

Today 26th March. The Great Independence and National Day. On this occasion. I extend my heartfelt greetings and warm felicitations to my fellow countrymen living at home and abroad.

“On this day, I remember with profound respect the architect of our independent Bangladesh, the greatest Bangalee of all time. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On the fateful night of March 25, 1971, the invading forces of Pakistan suddenly attacked the unarmed Bangalees. In the early hours of March 26, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman officially declared the Independence of Bangladesh. We achieved an independent and sovereign Bangladesh through a nine-month long Liberation War under the able leadership of Bangabandhu. I recall with deep respect the millions of martyrs who sacrificed their lives in the War of Liberation and thus we achieved our Independence for their supreme sacrifice. I recall with deep reverence our Four National Leaders, heroic freedom-fighters, organizers, supporters. foreign friends and people from all walks of life who made contributions to attain our right to self-determination and freedom movement.

Bangabandhu always cherished a dream of building a happy and prosperous country along with attaining political emancipation. The present government has been rendering untiring efforts in materializing the dream of Bangabandhu. Today, Bangladesh is moving towards the highway of development at an inexorable pace. We have achieved enormous success in various areas of socio-economic development including poverty alleviation, education, health, human resource development, women empowerment, reduction of child and maternal mortality rates, elimination of gender discrimination and increase in average life expectancy. Rate of poverty has been dropped whereas per capita income has increased. A huge number of landless and homeless people are being rehabilitated. The Padma Bridge, constructed by our own resources and the Metrorail has already been opened for traffic. Works of Payra Deep Sea Port, Karnafuli Tunnel, Hazrat Shahjalal International Airport's Third Terminal and Rooppur Nuclear Power Plant are also progressing uninterruptedly. Bangladesh has already elevated from a least developed country to a developing country. With the continuation of development process. Bangladesh will turn into a developed, smart and prosperous country in the world by 2041, InshaAllah.

Government has been able to maintain the economic growth for timely and courageous steps taken by Honorable Prime Minister Sheikh Hasina despite the world economy is facing negative impact due to COVID-19 pandemic and Russia-Ukraine war. The economy has turned around as a result of various socio-economic and investment projects, programs and initiatives taken by the government to ensure sustainable and inclusive development. Huge amount of remittances sent by expatriate Bangladeshis has made an important contribution to keep the wheel of the economy rolling during this time. To deal with this crisis, we also have to be frugal in the use of resources and follow austerity in luxury. I hope, based on the unprecedented achievements of the government in the country's overall development activities and socio-economic indicators in the past years, we will be able to face these challenges in the days to come, InshaAllah.

-2-

The government has been consistent in upholding our foreign policy "Friendship to all, malice towards none" as enunciated by the Father of the Nation. Our achievement in the international arena, including the establishment of world peace, is also commendable. Despite being a densely populated country, Bangladesh has set a unique example of humanity in the world by sheltering millions of Rohingyas who have been tortured and forcibly deported from Myanmar. In Bhasanchar, accommodation has been provided with all kinds of facilities for the Rohingyas. Bangladesh believes in a peaceful solution to this problem. I call upon the United Nations and the international community, including Myanmar, to take early and effective measures for permanent solution to this problem.

In order to achieve the desired goal of Independence, we must ensure people-oriented and sustainable development, good governance, social justice, transparency and accountability. Forbearance, human rights and rule of law have to be consolidated for institutionalizing democracy. It is our sacred duty to ensure a safe, happy, beautiful and prosperous Bangladesh for the new generation. By assassinating Bangabandhu on 15 August 1975, anti-liberation forces tried to erase his policy, ideology as well as to stop the trend of development and progress of the country forever. But the Bengali is a nation of heroes. Nothing could suppress the Bangalees. Bangabandhu has become the conqueror of death. Death has not dissipated him but has made him brighter and more glorious in the minds of Bangalees. It is our obligation to make the new and future generation understand that the way they are treading forward today is paved by our Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. The path shown by him will be the step of development and progress in the future as well.

To speed up the progress of the country, let the nation embrace the spirit of the liberation war and the ideals of the Father of the Nation and move forward on the path of building 'Golden Bangla' dreamt by Bangabandhu - this is my expectation or the great Independence Day.

Joi Bangla.

Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever.”

#

Hasan/Zulfikar/Rabi/Saida/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১২২৭

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয়** **দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ১১ চৈত্র **(**২৫ মার্চ**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“আজ ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত সকল বাংলাদেশিকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

আজকের এ দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালায়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সমর্থক, বিদেশি বন্ধু এবং সর্বস্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্নভাবে অবদান রেখেছেন।

বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমার পাশাপাশি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের ভূমিহীন ও গৃহহীন বিশাল একটি জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসন করা হচ্ছে। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মাসেতু ও মেট্রোরেল ইতোমধ্যে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, কর্ণফুলী টানেল, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজও নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ-স্মার্ট দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাল্লাহ।

করোনা মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সরকার টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে আর্থসামাজিক ও বিনিয়োগধর্মী নানামুখী প্রকল্প, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম গ্রহণের ফলে দেশের অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত বিপুল পরিমাণ রেমিটেন্স অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সংকট মোকাবিলায় আমাদেরকেও সম্পদ ব্যবহারে হতে হবে মিতব্যয়ী এবং ভোগবিলাসে কৃচ্ছ্রতা অনুসরণ করতে হবে। আমি আশা করি, বিগত বছরসমূহে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আর্থসামাজিক সূচকসমূহে সরকারের অভূতপূর্ব অর্জনের ওপর ভিত্তি করে আমরা এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারব, ইনশাল্লাহ।

-২-

‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' - বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ হওয়া সত্ত্বেও মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ভাসানচরে রোহিঙ্গাদের জন্য সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধাসহ উন্নত আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশ এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাসী। আমি এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে দ্রুত কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মিয়ানমারসহ জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে জনমুখী ও টেকসই উন্নয়ন, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ, সুখী, সুন্দর ও উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ উপহার দেওয়া আমাদের পবিত্র কর্তব্য। স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর নীতি-আদর্শকে মুছে ফেলার পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে চিরতরে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বাঙালি বীরের জাতি। কোনো কিছুই বাঙালিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হলেন মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যু তাঁকে নিঃশেষ করেনি বরং বাঙালির চিত্তাকাশে আরো উজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করেছে। নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বোঝাতে হবে, আজ তারা যে পথটি দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তা তৈরি করে গেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ভবিষ্যতেও তাঁর দেখানো পথই হবে উন্নয়ন ও অগ্রগতির সোপান।

দেশের অগ্রযাত্রাকে বেগবান করতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে - মহান স্বাধীনতা দিবসে এ আমার প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

হাসান/জুলফিকার/ররি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

**তথ্যবিবরণী** নম্বর : ১২২৯

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ মার্চ ‘মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আজ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পেরিয়ে ৫২ বছরে পদার্পণ করল বাংলাদেশ। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশে এবং প্রবাসে বসবাসকারী সকল বাংলাদেশি নাগরিককে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ মুক্তিযুদ্ধের সংগঠকগণকে, যাঁদের সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় সফলভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদের রক্ত এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনের আত্মত্যাগের ঋণ কখনও শোধ হবে না। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন, সংস্থা, ব্যক্তি এবং বিশেষ করে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি, যাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বোতভাবে সহায়তা করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই ঢাকা বিশ্বাবদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র, তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলাকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দিনে দিনে পাকিস্তানিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। শেখ মুজিব যেকোন ত্যাগের বিনিময়ে বাঙালিদের অধিকার ও আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্নে অটল ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী চিন্তার ফসল ছাত্রলীগ এবং আওয়ামী লীগ, যে সংগঠন দু'টির সৃষ্টি থেকে শুরু করে তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ওতপ্রতোভাবে জড়িত ছিলেন। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ’৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, ’৬২-এর আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ’৬৬-এর ছয় দফা, ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানসহ সকল আন্দোলন সংগ্রামে এ সংগঠন দু'টির ভূমিকা ছিল অপরিসীম। গণরোষের মুখে আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ বাতিল করতে বাধ্য হয়েছিল। শেখ মুজিব হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার বাতিঘর, বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন, ‘আজ হতে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় এদেশটির নাম হবে পূর্ব-পাকিস্তানের পরিবর্তে শুধু মাত্র বাংলাদেশ।’

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ’৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু, পাক-সামরিক জান্তা ক্ষমতা হস্তান্তর না করে টালবাহানা শুরু করে। শেখ মুজিব অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন এবং ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দীর্ঘ ২৩ বছরের শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রদান করেন। ২৩শে মার্চ সারা দেশে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা ‘অপারেশন সার্চ লাইট’ এর নামে ঘুমন্ত নিরস্ত্র বাঙালিদের হত্যা করতে শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে পাক সামরিক জান্তা শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার হওয়ার পূর্বেই তিনি স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। বাঙালির জননেতাকে পাকিস্তানের মিয়াওয়ালী কারাগারে বন্দি করে অমানুষিক নির্যাতন চালায়। জাতির পিতার ডাকে বাংলার মুক্তিপাগল জনতা ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে উজ্জীবিত হয়ে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৭ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে মন্ত্রী করে মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করে। দীর্ঘ ৯ মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর মিত্র শক্তির সহায়তায় ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়।

বাঙালি জাতির পিতা, রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বাধীন মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। শূন্য হাতে বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর সহায়তা নিয়ে ছিন্নমূল মানুষকে পুনর্বাসন করেন, অবকাঠামো পুনস্থাপন ও উন্নয়ন করেন এবং উৎপাদন খাত ও অর্থনীতিকে একটি শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করান। স্বাধীনতা অর্জনের নয় মাসের মধ্যেই একটি সংবিধান উপহার দেন। মাত্র সাড়ে তিন বছরেই তিনি দেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন; জাতিসংঘ সেই স্বীকৃতি প্রদান করে। তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ১২৩টি দেশের স্বীকৃতি এবং ২৭টি আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ’৭১-এর পরাজিত স্বাধীনতা বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাতে থাকে। ’৭৫-এর ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে শাহাদত বরণ করেন। খুনি মোস্তাক-জিয়া ও তাদের উত্তরসূরিরা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে দেশে স্বৈরশাসন কায়েম করে। বিএনপি ২৫শে মার্চে নারকীয় হত্যাযজ্ঞের কুশীলব, মানবতাবিরোধী অপরাধী ও যুদ্ধাপরাধী এবং জাতির পিতার খুনিদের ক্ষমতায় বসায়।

-২-

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটে জয়ী হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পায়। আমরা দায়িত্ব নিয়েই সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে গরিব ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনমান পরিবর্তনের মিশনে নেমে পড়ি। দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি। দেশের প্রান্তিক মানুষের কাছে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠিত করি। আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তুহারা মানুষের জন্য বাসস্থান নির্মাণ করি। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করি। মোবাইল ফোন এবং কম্পিউটার প্রযুক্তিকে সহজলভ্য করি। ১৯৯৬ সালেই ভারতের সঙ্গে ৩০ বছর মেয়াদি গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি স্বাক্ষর করি। পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করি এবং ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী চাকমা উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। ১৯৯৭ সালের ৮ মার্চ নারী উন্নয়ন নীতিমালা ঘোষণা করি। ব্যক্তি মালিকানায় টেরিস্ট্রিয়াল ও স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল চালুর অনুমোদন দেই। ‘ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ’ বাতিল করে আমরা জাতির পিতা হত্যার বিচার কার্যক্রম শুরু করি। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করি। ইতিহাস বিকৃতি রোধ করে সমাজ ও জাতীয় জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ পুনপ্রতিষ্ঠা করি। আমাদের সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদকাল ছিল সকল পশ্চাৎপদতা, অনুন্নয়ন ও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল ভেঙে অন্ধকার থেকে আলোকিত ভবিষ্যতের দিকে অভিযাত্রা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত সবকটি জাতীয় নির্বাচনে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে সরকার পরিচালনা করছে। ইতোমধ্যেই আমরা রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছি। শতভাগ মানুষকে বিদ্যুৎ সেবার আওতায় নিয়ে এসেছি। সমুদ্রের বিশাল জলরাশিতে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সুনীল অর্থনীতির দ্বার উন্মুক্ত করেছি। ভারতের সঙ্গে স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলবাসীর দীর্ঘদিনের দুঃখ-দুর্দশার অবসান ঘটিয়েছি। আমরা আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ করেছি। মেট্রোরেল উদ্বোধন করেছি। তাছাড়া, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলীর তলদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল, সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মতো মেগা প্রজেক্টের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছি। এক দিনে ১০০টি সেতু এবং ১০০টি সড়ক উদ্বোধন করেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২,৮২৪ মার্কিন ডলার। আমরা ২০ বছর মেয়াদি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা অর্থাৎ রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়ন করছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’। আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০’ বাস্তবায়ন করছি।

আমরা জাতির পিতার খুনি এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করার মাধ্যমে দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি শাসকদের দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দলিল-এর ৪ খণ্ড, তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট (১৯৪৮-১৯৭১)-এর ১৪ খণ্ডের মধ্যে ১১ খণ্ডসহ তাঁর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনী, কারাগারের রোজনামচা এবং আমার দেখা নয়াচীন প্রকাশ করেছি। আমার বিশ্বাস এই বইগুলো পড়লে নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার ইতিহাসে জাতির পিতার দৃপ্ত পদচারণা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের দর্শনে বিশ্বাসী। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজীকরণ এবং দেশের উন্নয়নে আমরা আশু, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করছি। তাছাড়া, আমাদের নির্বাচনী ইশতাহার বাস্তবায়ন অগ্রগতিও নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। এসকল কারণে আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা এবং জোরালো সমর্থন অব্যাহত রয়েছে।

আমি স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবসের এই মাহেন্দ্রক্ষণে সকল বাংলাদেশিকে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ লালন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মপ্রত্যয়ী ও আত্মমর্যাদাশীল ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/জুলফিকার/রবি/সাঈদা/মাসুম/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**Not to publish before 5 PM**

Handout Number : 1230

**Prime Minister’s Message on the occasion of Great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March :

Prime Minister Sheikh Hasina has given the following Message on the occasion of the Great Independence and National Day :

“Today is the great Independence and National Day. Bangladesh entered its 52nd year after the golden jubilee of independence. On this auspicious occasion, I extend my sincere greetings and congratulations to all the Bangladeshi citizens living in the country and abroad.

I remember with the most profound respect the greatest Bengali of all time, the great architect of Bangladesh, the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose firm and far-sighted leadership we got an independent country. I remember the four national leaders, including the war organizers, who steered the liberation war with their able guidance. The debt of the blood of 3 million martyrs of the liberation war and the self-sacrifice of 2 hundred thousand mothers and sisters will never be repaid. I pay my deep respects to all the fearless freedom fighters, including the war-wounded. I am grateful to all the friendly countries, organizations, institutions, and individuals, particularly the then Prime Minister of India, Shrimati Indira Gandhi, for their generous support during the War.

Young student leader Sheikh Mujib, who was studying in the Department of Law at Dhaka University, had dreamed of establishing a sovereign state in this land since the creation of Pakistan in 1947. Pakistanis’ social, economic, and political discriminatory attitudes became clear day by day. Sheikh Mujib remained steadfast in defending the rights and dignity of the Bengalis in return for any sacrifice. The two organizations of his far-reaching thoughts are the Chhatra League and the Awami League, where he was deeply involved from the beginning until the end of his life. From the language movement of '52 to the victory of the United Front election of '54, the anti-Ayub movement of '62, six points of '66, and the mass upsurge of '69, these two organizations had an immense role in the struggles. In the face of public outrage, Ayub Khan was forced to repeal the Agartala conspiracy case. Sheikh Mujib became the beacon of hope and aspiration of Bengalis, Bangabandhu. On December 5, 1969, on the death anniversary of Huseyn Shaheed Suhrawardy, Bangabandhu Sheikh Mujib declared, "From today, the name of this eastern part of Pakistan will be solely Bangladesh, instead of East Pakistan."

The Awami League, led by Bangabandhu Sheikh Mujib, won a single majority in the National Assembly in the 70 elections. However, the Pak-military junta started procrastinating without transferring power. Sheikh Mujib called for a non-cooperation movement and, in his historic speech on March 7, gave a clear outline of the goal of liberation from the long 23 years of rule and exploitation. On March 23, the flag emblazoned with the map of Bangladesh was hoisted all over the country. At midnight on March 25, Pakistani troops started killing unarmed Bengalis in the name of ‘Operation Search Light’ Pak junta arrested Sheikh Mujib at an early hour on March 26. He made the official declaration of independence before he was arrested. The Bengali leader of the people was imprisoned in the Mianwali jail in Pakistan and subjected to inhumane torture. At the call of the Father of the Nation, the freedom-loving people of Bengal, inspired by the slogan ‘Joy Bangla’started fighting, taking up arms for the liberation of the motherland. On April 17, the Mujibnagar government swore in designating Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman as President, Syed Nazrul Islam as Vice President, Tajuddin Ahmad as Prime Minister, Captain M Mansur Ali, and AHM Kamaruzzaman as Minister. After a long 9-month armed struggle, independent sovereign Bangladesh was liberated on December 16 with the help of the allied forces.

The Father of the Bengali Nation, President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, was released from Pakistan, returned to his beloved independent motherland on January 10, 1972, and devoted himself to rebuilding the war-torn country. With the help of allies, though there was an empty treasury, he rehabilitated the displaced people, restored and developed the infrastructure, and put the production sector and the economy on a solid foundation. He approved a constitution within nine months of independence. He made the country the Least Developed Country in just three and a half years; the UN endorsed that. Bangladesh gained recognition from 123 countries and membership in 27 international organizations through his diplomatic efforts. But our misfortune is that the defeated anti-independence clique of '71 continues to conspire against him. Incumbent President Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was martyred along with his family members on August 15, 1975, by the brutal bullet of the assassin. The murderous Mostaq-Zia and their successors illegally seized power and established a dictatorship in the country. The BNP tarnished the proud history of the Bengali nation by placing the perpetrators of the infernal massacre on March 25, criminals against humanity, war criminals, and killers of the Father of the Nation, in the government.

-2-

Bangladesh Awami League, after a long 21 years, in 1996, won the people's mandate and got the responsibility of running the government. We took on the mission of transforming the lives of poor and marginalized people by introducing social security programs, making the country self-sufficient in food production; setting up community clinics to provide primary health care to marginalized people, and building houses for homeless people by taking shelter projects. We strengthened the local government system; and made mobile phones and computer technology readily available. Our government signed a 30-year Ganges water-sharing agreement with India in 1996. To establish peace in the Chittagong Hill Tracts, we signed the historic peace agreement in 1997 and repatriated the Chakma refugees who had taken refuge in India to Bangladesh. On March 8, 1997, we announced the women's development policy. Awami League provided approval for launching privately-owned terrestrial and satellite television channels. We started the trial for killing the Father of the Nation by repealing the Indemnity Ordinance, established the independence of the judiciary, the rule of law, and human rights, and re-established the liberation war values in society and national life by preventing distortion of history. Our government's 1996-2001 term was a journey towards a brighter future, breaking the shackle of backwardness, underdevelopment, and poverty.

Bangladesh Awami League has been running the government since 2009 with the people's unwavering support in all the national elections. We transformed Bangladesh into a developing country by implementing Vision 2021, created a digital Bangladesh, and brought 100 percent of people under electricity coverage. Our government opened the door to the blue economy by establishing sovereignty over the vast sea area. Implementing the land boundary agreement with India ended the enclaves’ long-standing misery. We have constructed the Padma Bridge with our own funds and inaugurated Metrorail Besides, mega-projects like Matarbari Power Project, Rooppur Nuclear Power Station, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Tunnel under Karnaphuli, Sonadia Deep Sea Port, Elevated Expressway, and so on are also progressing faster. We launched the Bangabandhu-1 satellite into space; and inaugurated 100 bridges and 100 roads and highways in a single day. Currently, our per capita income has risen to US$ 2,824. We formulated the Second Perspective Plan, Vision-2041, for the next 20 years and have started implementing it. Bangladesh in 2041 will be a ‘Smart Bangladesh.’ We are implementing the ‘Bangladesh Delta Plan-2100’ for our future generation.

We established the rule of law in the country by enforcing the verdict on trial against the killers of the lather of die Nation and the war criminals against humanity. We published four volumes of the 'Records of Proceedings, Agartala Conspiracy Case’ filed by Pakistani rulers against Bangabandhu Sheikh Mujib, 11 volumes out of 14 of the ‘Secret Documents of Intelligence Branch on Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman (1948-1971)’, including The Unfinished Memories, The Prison Diaries, and New China 1952. I believe that by reading these books, the new generation will clearly understand the firm footprints of the Father of the Nation in the history of independence.

Awami League government believes in the philosophy of upgrading the fate of the people. We are running our government through immediate, short, medium, and long-term plans to make life easier for ordinary people and develop the country. Moreover, we regularly monitor the implementation progress of our election manifesto. Due to these reasons. people’s trust and strong support for Awami League continues.

On this auspicious occasion of Independence Day and National Day, I call upon all Bangladeshis to nurture the spirit and ideals of the Great Liberation War and participate in building the hunger-poverty-free, self-confident, and self-respecting ‘Golden Bangladesh’ of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's dream.

Joi Bangla, Joi Bangabandhu

May Bangladesh Live Forever."

#

Emrul/Mehedi/Zulfikar/Robi/Masum/2023/1100 hours

Not to publish before 5 PM